

সূরা ৯২ : লাইল, মাক্কী

(আয়াত ২১, রুকু ১)

৯২ - سورة الليل 'مَكِّيَّةٌ

(آيَاتُهَا : ২১ 'رُكُوعَاتُهَا : ১)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু  
আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(১) শপথ রাতের যখন ওটা  
আচ্ছন্ন করে,

১. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ

(২) শপথ দিবসের যখন ওটা  
উদ্ভাসিত করে দেয়,

২. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ

(৩) এবং শপথ নর ও নারীর যা  
তিনি সৃষ্টি করেছেন।

৩. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

(৪) অবশ্যই তোমাদের  
কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্ন মুখী,

৪. إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَىٰ

(৫) সুতরাং কেহ দান করলে, সংযত হলে	৫. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ
(৬) এবং সদিষয়কে সত্যজ্ঞান করলে	৬. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ
(৭) অচিরেই আমি তার জন্য সুগম করে দিব সহজ পথ।	৭. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ
(৮) পক্ষান্তরে কেহ কার্পণ্য করলে ও নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে	৮. وَأَمَّا مَنْ يُخِلْ وَأَسْتَغْنَىٰ
(৯) আর সদিষয়ে অসত্যারোপ করলে	৯. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ
(১০) অচিরেই তার জন্য আমি সুগম করে দিব কঠোর পরিণামের পথ	১০. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ
(১১) এবং তার সম্পদ তার কোন কাজে আসবেনা যখন সে ধ্বংস হবে।	১১. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ

## বিভিন্ন প্রাণীর উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলার শপথ করণ

আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টি জগতের উপর ছেয়ে যাওয়া রাতের শপথ করছেন, সব কিছুকে আলোকমণ্ডিত করে দেয়া দিবসের শপথ করছেন এবং সমস্ত নর-নারী এবং মাদী ও নর জীবসমূহের স্রষ্টা হিসাবে নিজের সত্ত্বার শপথ করছেন। যেমন তিনি বলেন :

وَخَلَقْنَكُمْ أَزْوَاجًا

আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে যুগলে যুগলে। (সূরা নাবা, ৭৮ : ৮)  
আরো বলেছেন :

## وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ

আমি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়। (সূরা যারিয়াত, ৫১ : ৪৯) এই শপথ করার পর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলছেন : إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى তোমাদের কৰ্ম প্রচেষ্টা বিভিন্ন প্রকৃতির। অর্থাৎ তোমাদের প্রচেষ্টা এবং আমলসমূহ পরস্পরবিরোধী, একটি অন্যটির বিপরীত। যারা ভাল কাজ করেছে তারাও আছে এবং যারা মন্দ কাজে লিপ্ত রয়েছে তারাও আছে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. وَصَدَّقَ. যে ব্যক্তি দান করল ও মুত্তাকী হল অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী তাঁর পথে খরচ করল, মেপে মেপে পা বাড়ালো, প্রত্যেক কাজে আল্লাহর ভয় রাখল, আল্লাহর ওয়াদাকৃত পুরস্কারকে সত্য বলে জানল এবং তাঁর সাওয়াবের অঙ্গীকারের প্রতি বিশ্বাস করল, আর যা উত্তম তা গ্রহণ করল, আমি তার জন্য সহজ পথ সুগম করে দিব।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কার্পণ্য করল এবং নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করল এবং 'হুসন' অর্থাৎ কিয়ামাতের বিনিময়কে অবিশ্বাস করল, তার জন্য আমি সুগম করে দিব কঠোর পরিণামের পথ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَنُقَلِّبُ أَفْعَادَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي

طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

আর যেহেতু তারা প্রথমবার ঈমান আনেনি, এর ফলে তাদের মনোভাবের ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে দিব এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যেই বিভ্রান্ত থাকতে দিব। (সূরা আন'আম, ৬ : ১১০) প্রত্যেক আমলের বিনিময় যে সেই আমলের অনুরূপ হয়ে থাকে এ সম্পর্কিত আয়াত কুরআনুল হাকীমের মধ্যে বহু রয়েছে। যে ভাল কাজ করতে চায় তাকে ভাল কাজ করার তাওফীক দান করা হয়। পক্ষান্তরে যে মন্দ কাজ করতে চায় তাকে মন্দ কাজ করার সামর্থ্য প্রদান করা হয়। এ

অর্থের সমর্থনে বহু হাদীসও রয়েছে। একটি হাদীস এই যে, একবার আবু বাকর সিদ্দীক (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের আমলসমূহ কি তাকদীরের লিখন অনুযায়ী হয়ে থাকে?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বলেন : ‘হ্যাঁ, তাকদীরের লিখন অনুযায়ীই আমল হয়ে থাকে।’ এ কথা শুনে আবু বাকর (রাঃ) বললেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাহলে আমলের প্রয়োজন কি?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন : ‘প্রত্যেক ব্যক্তির উপর সেই আমল সহজ হবে যে জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।’ (আহমাদ ১/৫, মুসলিম ১৭)

আলী ইব্ন আবু তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : ‘আমরা বাকী’ গারকাদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এক জানাযায় শরীক ছিলাম। তিনি বললেন :

‘জেনে রেখ যে, তোমাদের প্রত্যেকের স্থানই জান্নাতে অথবা জাহান্নামে নির্ধারণ করা হয়েছে এবং লিপিবদ্ধ রয়েছে।’ এ কথা শুনে জনগণ বললেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাহলে আমরা তো সেই ভরসায় নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে পারি?’ উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : তোমরা আমল করে যাও, কারণ প্রত্যেক লোকের জন্য সেই আমলই সহজ করা হবে যে জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।’ অতঃপর তিনি **فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى.**

**فَسَيَسْرَرُهُ لَيْسَرَى** আয়াতগুলি পাঠ করলেন। (ফাতহুল বারী ৮/৫৭৮, ৫৭৯)

ইমাম বুখারী (রহঃ) আলী ইব্ন আবু তালিব (রাঃ) থেকে একই ধরনের হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে তিনি বলেন, ‘আমরা একদা এক ব্যক্তির জানাযা নিয়ে জান্নাতুল বাকীতে উপস্থিত হই এবং সেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করেন এবং বসে পড়েন। সুতরাং আমরাও তাঁর কাছে এলাম এবং তাঁর চারদিকে বসে পড়লাম। তাঁর হাতে একটি লাঠি ছিল। তিনি মাথা নীচু করে ঐ লাঠি দিয়ে মাটিতে দাগ কাটছিলেন।

অতঃপর তিনি বলেন : তোমাদের মাঝে এমন কেহ নেই, অথবা বলেছিলেন এমন কোন প্রাণী নেই যার ব্যাপারে লিখিত হয়নি যে, তার স্থান জান্নাতে হবে নাকি জাহান্নামে হবে, এবং এও লিখিত হয়েছে যে, সে দুর্ভাগা নাকি সৌভাগ্যবান। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাহলে কি আমরা ভাগ্যের উপর নির্ভর করে থাকব এবং কোন ভাল আমল করবনা, কারণ যার তাকদীরে সৌভাগ্য লিখা রয়েছে সেতো সৌভাগ্যশালীদের দলেই অন্তর্ভুক্ত হবে এবং যার তাকদীরে দুর্ভাগ্য লিখা রয়েছে সেতো দুর্ভাগাদের দলেই অন্তর্ভুক্ত হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন, যারা সৌভাগ্যবান তাদের জন্য সৌভাগ্যশালী দলের আমল করা সহজ করে দেয়া হবে এবং যারা দুর্ভাগা তাদের জন্য দুর্ভাগা দলের আমল করা সহজ করে দেয়া হবে। অতঃপর তিনি পাঠ করেন **فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. فَسَنِيْسِرُهُ**

**فَسَنِيْسِرُهُ لِلْيُسْرَى. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. فَسَنِيْسِرُهُ** (ফাতহুল বারী ৮/৫৭৯, মুসলিম ২০৩৯-৪০, আবু দাউদ ৫/৬৮, তিরমিযী ৬/৩৪০, ৯/২৭০; নাসাঈ ৬/৫১৬-১৭ ও ইব্ন মাজাহ ১/৩০ )

ইমাম আহমাদ (রহঃ) ইব্ন উমার (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা উমার (রাঃ) বললেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি কি মনে করেন যে, আমরা যে আমল করি তা আমাদের তাকদীরে পূর্ব হতেই নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে, নাকি আমরা তা নতুন করে গুরু করছি? রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন : ইহা ঐ ধরনেরই যে তা নির্ধারিত হয়ে রয়েছে, অতএব হে ইবনুল খাত্তাব! আমল করে যাও। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির আমল করা সহজ করা হয়েছে। সুতরাং যে সৌভাগ্যবানদের দলভুক্ত হবে সে উত্তম কাজ করতে থাকবে, আর যে দুর্ভাগাদের দলভুক্ত হবে সে খারাপ কাজ করতে থাকবে। (আহমাদ ২/৫২, তিরমিযী ৬/৯৩৩) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

ইব্ন জারীর (রহঃ) যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম!

আমরা যে আমল করি তা কি আমাদের তাকদীরে পূর্ব হতেই নির্ধারিত রয়েছে বলেই করে থাকি, নাকি আমরা এখন যে আমল করছি তার উপর ভিত্তি করে আমাদের ফাইসালা হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন : ইহা অনেকটা পূর্ব নির্ধারণের মতই। তখন সুরাকা (রাঃ) বললেন, তাহলে আমল করার কি প্রয়োজন? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : প্রত্যেক ব্যক্তি যে কাজ করবে তার জন্য সেই কাজ করা সহজ করে দেয়া হবে। ইমাম মুসলিমও (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৪/৪৭৫, মুসলিম ৪/২০৪১)

ইব্ন জারীর (রহঃ) আমীর ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন : আবু বাকর (রাঃ) প্রায়ই মাক্কায যে সমস্ত দাস-দাসী ইসলাম কবুল করত তাদেরকে ক্রয় করে স্বাধীন করে দিতেন। যারা বয়স্ক এবং মহিলা তারা ইসলাম কবুল করলে তাদেরকেও মুক্ত করে দিতেন। একবার তার পিতা তাকে বললেন : হে আমার পুত্র! আমি লক্ষ্য করেছি যে, তুমি দুর্বল শ্রেণীর লোকদেরকেই বেশি মুক্ত করছ, তুমি যদি শক্তি সামর্থবান লোকদেরকে মুক্ত করতে তাহলে তারা তোমার পাশে দাঁড়াত, তোমার কাজে সাহায্য করত এবং প্রয়োজন হলে তোমাকে রক্ষা করার কাজে লাগত। তখন আবু বাকর (রাঃ) উত্তরে বললেন : হে আমার পিতা! আমি তো তাই চাই যা আল্লাহর কাছে রয়েছে। আমার (আমীর ইব্ন আবদুল্লাহর) পরিবারের কেহ কেহ বলেন যে, এ সূরার **فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى** (৫-৭) আয়াতসমূহ তার ব্যাপারেই নাযিল হয়েছে। (তাবারী ২৪/৪৭৩)

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আরও বলেন : **وَمَا يُغْنِي عَنْهُ** এবং তার সম্পদ তার কোন কাজে আসবেনা যখন সে ধ্বংস হবে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, যখন সে মারা যায়। (তাবারী ২৪/৪৭৬) আবু সালিহ (রহঃ) এবং মালিক (রহঃ) যারিদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, এর অর্থ হচ্ছে যখন তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (তাবারী ২৪/৪৭৬, কুরতুবী ২০/৮৫)

(১২) আমার কাজ তো শুধু পথ নির্দেশ করা,	১২. إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ
(১৩) আমি তো মালিক - পরলোকের ও ইহলোকের।	১৩. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ
(১৪) আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের লেলিহান আগুন হতে সতর্ক করে দিয়েছি।	১৪. فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ
(১৫) তাতে প্রবেশ করবে সেই যে নিতান্ত হতভাগা	১৫. لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ
(১৬) যে অসত্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়।	১৬. الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ
(১৭) আর ওটা হতে রক্ষা পাবে সেই পরম মুত্তাকী	১৭. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ
(১৮) যে স্বীয় সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির উদ্দেশে,	১৮. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ
(১৯) এবং তার প্রতি কারও অনুগ্রহের প্রতিদান হিসাবে নয়,	১৯. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ
(২০) বরং শুধু তার মহান রবের সন্তোষ লাভের প্রত্যাশায়,	২০. إِلَّا أَبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ
(২১) সে তো অচিরেই সন্তোষ লাভ করবে।	২১. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ

## হিদায়াত দানের মালিক একমাত্র আল্লাহ এবং আল্লাহদ্রোহীদের পরিণাম

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, **ان علينا للهدى** এর ভাবার্থ হল : আমার কাজ তো শুধু হালাল হারাম প্রকাশ করে দেয়া। অন্যান্যরা বলেন যে, যে ব্যক্তি হিদায়াতের পথে চলেছে নিশ্চয়ই তার আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাত ঘটবে। তারা মনে করেন যে, এ আয়াতটি নিম্নের আয়াতটিরই মত :

**وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ**

সরল পথ আল্লাহর কাছে পৌঁছায়। (সূরা নাহল, ১৬ : ৯) (তাবারী ২৪/৪৭৭)

অতঃপর আল্লাহ বলেন : **وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى** ইহকাল ও পরকালের সিদ্ধান্ত নেয়ার মালিকতো আমিই। আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুনের লেলিহান শিখার শাস্তি হতে সাবধান করে দিচ্ছি।

মুসনাদ আহমাদে নুমান ইব্ন বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভাষণে বলতে শোনেন : ‘(হে জনমণ্ডলী!) আমি তোমাদেরকে লেলিহান আগুন সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করছি।’ তিনি এ কথা উচ্চস্বরে বলছিলেন যে, আমি এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে বাজার পর্যন্ত শব্দ পৌঁছে যেত। এ কথা তিনি উচ্চঃস্বরে বারবার বলছিলেন, এমন কি তাঁর চাদরটি তাঁর কাঁধ থেকে পায়ের কাছে গিয়ে পড়ে। (আহমাদ ৪/২৭২)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবু ইসহাক (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি নুমান ইব্ন বাশীরকে (রাঃ) খুতবাহ দেয়ার সময় বলতে শুনেছেন যে তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি : ‘কিয়ামাতের দিন যে জাহান্নামী ব্যক্তি সবচেয়ে কম শাস্তি প্রাপ্ত হবে তার পদদ্বয়ের নিচে দু’টি আগুনের কয়লার টুকরা রাখা হবে, ঐ আগুনের তাপে লোকটির মগজ ফুটতে থাকবে।’ ইমাম বুখারীও (রহঃ) এ হাদীসটি তার সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। (আহমাদ ৪/২৭৪, ফাতহুল বারী ১১/৪২৪)



সহীহ মুসলিমে নুমান ইব্ন বাশীর (রাঃ) হতেই আবু ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘যে জাহান্নামীকে সবচেয়ে হালকা শাস্তি দেয়া হবে তার পদদ্বয়ে এক জোড়া সেগেল পরিয়ে দেয়া হবে যার ফিতা দু’টি হবে আগুনের তৈরী, সেই আগুনের তাপে তার মাথার মগজ চুল্লির উপরে রক্ষিত বড় কড়াইয়ের ফুটন্ত পানির মত টগবগ করে ফুটতে থাকবে। যদিও তাকে সবচেয়ে কম শাস্তি দেয়া হবে তবুও সে মনে করবে যে, তার চেয়ে কঠিন শাস্তি আর কেহকেও দেয়া হচ্ছেনা।’ (মুসলিম ১/১৯৬)

মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন : لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى তাতে প্রবেশ করবে সে যে নিতান্ত হতভাগা। অর্থাৎ জাহান্নামে শুধু ঐ লোকদেরকে পরিবেষ্টিত করে শাস্তি দেয়া হবে যারা অস্বীকার করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং যারা ইসলামের বিধান অনুযায়ী আমল করেনা।

মুসনাদ আহমাদে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতেই বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘আমার সকল উম্মাত জান্নাতে প্রবেশ করবে, শুধু তারা প্রবেশ করবেনা যারা অস্বীকার করে।’ জিজ্ঞেস করা হল : ‘হে আল্লাহর রাসূল! অস্বীকারকারী কারা?’ তিনি উত্তরে বললেন : ‘যারা আমার আনুগত্য করেছে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যারা আমাকে অমান্য করেছে তারাই অস্বীকারকারী।’ ইমাম বুখারীও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (আহমাদ ২/৩৬১, ফাতহুল বারী ১৩/২৬৩)

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন : وَسَيَجْزِيهَا الْآتِقَى. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى আর জাহান্নাম হতে বহু দূরে রাখা হবে পরম মুত্তাকীকে, যে নিজেকে ও নিজের ধন সম্পদকে পবিত্র করার জন্য নিজের ধন-সম্পদকে আল্লাহর পথে দান করে এবং এর পরিবর্তে কারও কাছে কোন প্রাপ্তি আশা করেনা। আর সে কারও সাথে এই জন্য সদ্ব্যবহার করেনা যে, তার উপর তার অনুগ্রহ রয়েছে, বরং ঐ ক্ষেত্রেও সে পরকালে জান্নাত লাভের আশা পোষণ করে

এবং সেখানে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার সন্তুষ্টি ও সাক্ষাৎ লাভের আশা রাখে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : ‘অচিরেই এই ধরনের গুণাবলীর অধিকারী ব্যক্তি সন্তোষ লাভ করবে।’

## এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ এবং আবু বাকরের (রাঃ) মর্যাদা

অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এই আয়াত আবু বাকরের (রাঃ) শানে নাযিল হয়। এমনকি কোন কোন তাফসীরকার বলেন যে, এ ব্যাপারে সবারই মতৈক্য রয়েছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এসব গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে আবু বাকর (রাঃ) অবশ্যই রয়েছেন। কিন্তু এখানে সাধারণভাবে সকল উম্মাতের কথা বলা হয়েছে। তবে আবু বাকর (রাঃ) সবারই প্রথমে রয়েছেন। কেননা তিনি ছিলেন সত্যবাদী, পরহেযগার ও দানশীল। নিজের ধন-সম্পদ তিনি মহান রবের আনুগত্যে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহায্যার্থে মন খুলে দান করেছেন। প্রত্যেকের সাথে তিনি সদ্ব্যবহার করতেন। এতে পার্থিব কোন লাভ বা উপকার আশা করতেননা। কোন বিনিময় তিনি চাইতেননা। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য। ছোট হোক আর বড় হোক, প্রত্যেক গোত্রের উপরই আবু বাকরের (রাঃ) অনুগ্রহের ছোঁয়া ছিল। শাকীফ গোত্রপতি উরওয়া ইব্ন মাসউদকে হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় আবু বাকর (রাঃ) ধমকে ছিলেন। তখন উরওয়া বলেছিল : ‘আমার উপর আপনার এমন কিছু অনুগ্রহ রয়েছে যার প্রতিদান দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যদি তা না হত তাহলে অবশ্যই আমি আপনার আহ্বানের সাড়া দিতাম।’ এতে আবু বাকর (রাঃ) তার প্রতি রুষ্ট হলেন যে, কেন সে দানের কথা উল্লেখ করছে। একজন বিশিষ্ট গোত্রপতির উপরও যখন আবু বাকরের (রাঃ) এমন অনুগ্রহ ছিল যে, তাঁর সামনে তার মাথা উঁচু করে কথা বলার ক্ষমতা ছিলনা, তখন অন্যদের কথা আর কি বলা যাবে?

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু  
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে এক জোড়া পশু  
প্রস্তুত করে রাখবে তাকে কিয়ামাতের দিন জান্নাতের রক্ষকরা ডাক দিয়ে  
বলবেন : ‘হে আল্লাহর বান্দা! এ দিকে আসুন। এই দরজা সবচেয়ে  
উত্তম।’ তখন আবু বাকর (রাঃ) বলেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু  
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যাকে সকল দরজা থেকে ডাকা হবে তারতো আর  
কিছুর দরকার হবেনা! কোন ব্যক্তিকে কি সকল দরজা থেকে আহ্বান করা  
হবে?’ উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : ‘হ্যাঁ,  
আর আমি আল্লাহর নিকট আশা রাখি যে, আপনিও হবেন তাদের অন্ত  
ভুক্ত।’ (ফাতহুল বারী ৭/২৩, মুসলিম ২/৭১২)

সূরা লাইল এর তাফসীর সমাপ্ত।